

# ক্যাম্পাস রণক্ষেত্র

ছাত্রদের ওপর পুলিশের নির্মম নির্যাতন :

কাঁদানে গ্যাস : আহত শতাধিক

## বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বুধবার রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সচিবালয়মুখী মিছিল কার্জন হলের সামনে এলে মারমুখী ছাত্রছাত্রীদের হটিয়ে দিতে পুলিশ শতাধিক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। কার্জন হলের ভেতরে ঢুকে তারা ছাত্রছাত্রীদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। ছাত্ররা প্রথমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে নিজেদের রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করে। উভয়পক্ষের সংঘর্ষে সাংবাদিকসহ শতাধিক আহত হয়েছেন। এর বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী। ইটপাটকেলে রমনা থানার ওসিসহ ১৩ পুলিশও আহত হন। পুলিশ কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। কার্জন হলের রণক্ষেত্র শান্ত হলে পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। এখানে বেশকিছু ছাত্র ছাড়াও একজন ফটোসাংবাদিক আহত হন। ছাত্রদলের কিছু ক্যাডার চারুকলা ইন্সটিটিউটে রক্ষিত প্রতীকী কফিন আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। সেখানেও ছাত্রদল ক্যাডাররা বেশ কিছু সাধারণ ছাত্রকে পিটিয়ে জখম করে। পুলিশ ও ছাত্রদলের কর্মীদের হাতে কমপক্ষে চারজন সাংবাদিক আহত হয়েছেন। গতকালের এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। তবে এসএসসি পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামুক্ত থাকবে। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং তাকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ছাত্ররা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে এলে গতকাল সকালে কার্জন হল এলাকায় এ ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো হুমায়ুন আজাদ মঞ্চের ব্যানারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করতে যায়। তারা অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে মিছিলসহ বের হয়। বেলা পৌনে ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিলটি হাইকোর্ট মাজারে পৌঁছেলে পুলিশের কাঁটাতারের বেড়ার বাধার মুখে পড়ে। বাধা পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় বসে পড়ে। এ সময় কয়েকজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা শুরু করেন এবং সিনিয়র নেতারা পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করতে যান। নেতৃবৃন্দ পুলিশকে কাঁটাতারের বেড়া তুলে নেয়ার অনুরোধ করেন এবং কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পালনের অঙ্গীকার করেন। পুলিশের বাধা অব্যাহত থাকায় দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। একপর্যায়ে তারা বেড়া ভেঙেও ফেলে। এ সময় কাঁটাতারের ব্যারিকেডের নিচে পড়ে পুলিশ কনস্টেবল মোয়াজ্জেম ও রুখসানা আহত হয়। রমনা থানার ওসি মাহবুবও আহত হন। তখনই পুলিশ ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে বেধড়ক লাঠিচার্জ আর টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ। পুলিশের লাঠিচার্জের মুখে ছাত্রছাত্রীরা পেছনে দোয়েল চত্বরের দিকে হটে আসে। এখানে এসে তারা পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। ছাত্রদের ইটপাটকেলের মুখে টিকতে না পেরে পুলিশ পেছনে সরে যায়। এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলে। একপর্যায়ে পেছনে দোয়েল চত্বর দিয়ে অতিরিক্ত পুলিশ এসে ছাত্রদের ওপর আবার হামলা চালায়। পশ্চিমের দোয়েল চত্বর এবং সামনে হাইকোর্ট মাজারের মোড়ের দু'দিক থেকে পুলিশ যৌথভাবে নির্বিচার লাঠিচার্জ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে নিক্ষেপ করে অসংখ্য টিয়ার সেল। পুলিশের লাঠিচার্জ আর টিয়ারগ্যাসের তীব্রতায় টিকতে না পেরে ছাত্রছাত্রীরা কার্জন হলের মাঝখানের গেট ভেঙে হল চত্বরে প্রবেশ করে বিভিন্ন বিভাগ, ইন্সটিটিউট ও গবেষণাগারে আশ্রয় নেয়। পুলিশও কার্জন হলের পূর্ব ও পশ্চিম গেট এবং মাঝের গেট দিয়ে কার্জন হল অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। তারা কার্জন হলের প্রায় সব রুমে তল্লাশি চালিয়ে এক এক করে ছাত্রছাত্রীদের ধরে এনে বারান্দায় ফেলে পেটাতে থাকে। হলের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যানের কক্ষ থেকে ৮/১০ জন এবং মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান

# সুপ্রভাত বাংলাদেশ

সবুজ দেশ আমাদের। প্রতি বছর এদেশের মাঠে মাঠে জন্মে নানান জাতের ফসল। কৃষকের পরিশ্রম আর ঘামকে এক করে যে ফসলের জন্ম হয় তা নিঃসন্দেহে একটি বড় সম্পদ। ধান পাটের মতো মৌসুমী ফসল টমাটো একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ফসল। টমাটো চাষ করে যেমন পরিবারের পুষ্টি রক্ষা করা যায় তেমনি বিক্রি করেও অধিক লাভবান হওয়া যায়। টমাটো দিয়ে দেশে এখন উন্নত মানের সস এবং কেচাপ তৈরি হচ্ছে। আগে বিদেশ থেকে এসব আমদানি করতে হতো। এখন রফতানি করা হচ্ছে। আমাদের দেশে উৎপাদিত টমাটোর খাদ্যমান বেশ ভাল। এবছর দেশে টমাটোর ফলন বেশ ভাল হয়েছে বলে খবর বেরিয়েছে। খবরে বলা হয়েছে কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে।

রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে, এটাই স্বভাবিক। এই হাসি যেন অমলিন থাকে সে আশায় সুপ্রভাত বাংলাদেশ।

বিভাগ থেকে ৪/৫ জন শিক্ষার্থীকে ধরে এনে পুলিশ পিটিয়ে হাত-পা ভেঙে মাথাও ফাটিয়ে দেয়। মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অফিসে পুলিশ আজকের কাগজের রিপোর্টার মঈনুল হক চৌধুরীকে পিটিয়ে আহত করে। তার মাথায় তিনটি সেলাই দিতে হয়েছে। এমনিভাবে প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ফার্মাসি, একোয়া কালচার অ্যান্ড ফিশারিজ বিভাগ, কার্জন হল মিলনায়তন, মূল একাডেমিক ভবন ও পরীক্ষা হলসহ প্রায় সব কক্ষেই পুলিশ প্রবেশ করে ছাত্রছাত্রীদের ধরে এনে পিটিয়েছে। পুলিশের আরেকটি দল ছাত্রদের পেটাতে পেটাতে শহীদুল্লাহ হলের পুকুর পার পর্যন্ত চলে যায়। বেশ কিছু ছাত্র প্রাণভয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সময় প্রথম আলোর সাংবাদিক বোরহানুল হক সম্রাটও বেধড়ক পিটুনির শিকার হন। টিয়ার গ্যাসের মধ্যে পড়ে ভোরের কাগজের সিনিয়র ফটো সাংবাদিক শামসুল হক টেংকু আহত হয়েছেন। একটি বাম ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেত্রীকে মাটিতে ফেলে পুলিশ লাঠি ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করেছে। আর ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সানজিদা আক্তার শশীকে দুই পুলিশ মিলে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। এই দীর্ঘ সংঘর্ষে ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি সানজিদা শশী, ছাত্রধারার নেতা জাহিদুর রহমান, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সুব্রত দে, মাহবুব আলী, ফাইজুর রহমান, সাইয়েদা, আলী আহমেদ, শ্যামল, রঞ্জু, সঞ্জয়, অঙ্গীয়ার মারমা, লিমা, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাবি শাখা সাধারণ সম্পাদক কানিজা, আরিফ, জাহিদ, প্রদীপ সাহা, তানভীর আহমেদ, জাহিদুল, সোলায়মান হোসেন, মাহমুদ হোসেন, শাহীনসহ শতাধিক আহত হন। এদের মধ্যে জাহিদুর রহমানকে অস্ত্রজেন দিতে হয়েছে। সানজিদা শশীর অবস্থা গুরুতর। প্রদীপের কাঁধের সঙ্গে হাতের জোড়া ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে। তানভীরের পা ভেঙেছে। জাহিদুলের ঘাড়ে পুলিশ রাইফেল দিয়ে আঘাত করায় মারাত্মক আহত হয়েছেন তিনি। বেধড়ক লাঠিপেটার শিকার হয়েছেন ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি লুনা নূর, জলি তালুকদার, মনিরউদ্দিন পাশু, হাসান ইমাম রুবেল, রহমান মিজান, মঈনুল হক চৌধুরী, শেখ ফারুক, মোশাররফ হোসেন, জিয়াউর রহমান খানসহ প্রায় সব বাম ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাবি শাখার নেতারাও। ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি লুনা নূর জানান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ পর্যন্ত ১৫ জনকে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী। যারা হাসপাতালে আছেন তাদের অনেকের অবস্থাই আশংকাজনক।

আহত সাংবাদিক মঈনুল হক চৌধুরী বলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পুলিশ নির্বিচারে সবাইকে পিটিয়েছে। সাংবাদিক পরিচয়পত্র দেখানোর পরও রেহাই দেয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, জনার্দন দত্ত নান্টু, আলাউদ্দিন, সাদী, মাসুদ, প্রান্ত, রাকিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মিছিলের ওপর হামলার বিচার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও করে। তারা প্রায় ৩৫ মিনিট ঘেরাও করে রাখার পর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে অতর্কিত তাদের ওপর হামলা চালানো হয়। ছাত্রদল কর্মীরা এখানে বিভিন্ন বাম ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বেধড়ক পেটায়। জায়গায়টি তিনদিক থেকে প্রাচীর ঘেরা থাকায় সেখানে বিক্ষোভরত শতাধিক ছাত্রছাত্রীর সবাই মারধরের শিকার হন। হামলার ছবি তুলতে গেলে প্রথম আলোর ফটো সাংবাদিক ফিরোজ চৌধুরীকেও পেটানো হয়েছে। তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং পরে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। ক্যাডাররা তার মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় এবং ক্যামেরা ভেঙে ফেলে।

একই সময়ে ছাত্রদলের অপর অংশ চারুকলা ইন্সটিটিউটে গিয়ে সেখানে শিল্পীদের প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে প্রদর্শিত দশটি কফিনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখানে ছাত্রদলের ক্যাডার টিউ ও মিজানের নেতৃত্বে তাণ্ডব চালানো হয়। কফিনে আগুন দেয়া ছাড়াও সেখানে লাগানো বিভিন্ন ব্যানার তারা ছিঁড়ে ফেলে। কফিনে আগুন দেয়ার সময় চারুকলার সাবেক ছাত্র বাবলু বাধা দিলে তাকে বেধড়ক পেটানো হয়। ঘটনার চিত্রধারণ করতে গেলে চ্যানেল আই ও এনটিভির সাংবাদিকদেরও লাঞ্চিত করে ক্যাডাররা।

সংঘর্ষের সময় পুলিশ ক্যাম্পাসের সব প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে ক্যাম্পাসে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদল ক্যাডাররা পাহারা বসিয়েছে।

### আজ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট

শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ ও ছাত্রদলের হামলা, দায়ী পুলিশ ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে পাঁচটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও ছাত্রলীগ আজ সারাদেশে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। পাশাপাশি আরও তিনটি ছাত্র সংগঠন আগামী শনিবার সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। গতকাল বিকাল ৪টার দিকে মধুর কেন্দ্রিনে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। এতে ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি লুনা নূর বলেন, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশ বিনা উচ্চনিতে হামলা চালিয়েছে। হামলার প্রতিবাদ এবং পুলিশের বিচার ও গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে পরে উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে ছাত্রদলের ক্যাডাররা সেখানে হামলা চালায়। চারুকলায় শিল্পীরা তাদের ভাষায় যে প্রতিবাদ জানিয়েছে তাতেও ছাত্রদল হামলা চালিয়েছে। তারা এসব ঘটনার বিচার দাবি করেন। এসব ঘটনার প্রতিবাদে আজ সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। তবে এসএসসি পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামুক্ত থাকবে। সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার, হুমায়ুন আজাদকে নিরাপত্তা ও তাকে হামলাকারীদের গ্রেফতারে ব্যর্থতার দায়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপসারণ, গতকাল তাদের ওপর হামলাকারী পুলিশ ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের বিচার দাবি করা হয়েছে। যে পাঁচটি ছাত্র সংগঠন ধর্মঘট ডেকেছে সেগুলো হচ্ছে— ছাত্র ইউনিয়ন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রকেন্দ্র, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রফ্রন্ট।

অপরদিকে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের অপর অংশ আজ সারাদেশে বিক্ষোভ দিবস ঘোষণা করেছে। তারা আগামী শনিবার সারাদেশে হরতাল ডেকেছে। এ তিনটি সংগঠন হচ্ছে— বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ঐক্য ফোরাম ও সমাজবাদী ছাত্র জোট। ছাত্রমৈত্রী সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রশীদ বলেন, এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে আমরা ধর্মঘট ডাকতে পারি না।

ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু সাধারণ ছাত্র ও সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য প্রফেসর এসএমএ ফায়েজ বলেছেন, পুলিশ বাড়াবাড়ি করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আমি দাবি জানাব।

### পুলিশের বক্তব্য

পুলিশ কমিশনার আশরাফুল হুদা বলেছেন, আইন-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে সচিবালয়মুখী ছাত্রছাত্রীদের ব্যারিকেড দিয়ে ঠেকানো হয়। ব্যারিকেডের ওপারে ছাত্রছাত্রীরা বসে ছিল। হঠাৎ কয়েকজন ছাত্র একজন মহিলা পুলিশের ওপর আক্রমণ করে তাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। তারা পুলিশের ওপর হঠাৎ ইটপাটকেল ছুড়তে শুরু করে। ফলে উত্তেজনা দেখা যায়। তখন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তারা অন্য পুলিশদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। ছাত্রছাত্রীদেরও নিবৃত্ত থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কার্জন হল থেকেও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। এতে ১৩ জন পুলিশ আহত হয়।

### ক্লাস চাই, পরীক্ষা চাই

এ ঘটনার আগে কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী শিক্ষকদের কর্মবিরতির প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ করেছে। মিছিল শেষে ঐতিহাসিক বটতলায় সমাবেশে ছাত্রছাত্রীরা বলেন, আজাদ স্যারের ওপর হামলার বিচার অবশ্যই করতে হবে। আমরা সেই নরঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। তারা বলেন, আজাদ স্যারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র মারেনি। তাহলে আমাদের ক্লাস বন্ধ হবে কেন। আমরা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে গিয়েছিলাম পরীক্ষাকে কর্মবিরতির আওতামুক্ত রাখতে। কিন্তু তারা শোনেনি। সমাবেশে আনোয়ারুল হক আনু, রনি, তারেক, আবু তৈয়ব হাবিলদার, তাওহীদা আক্তার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ সময় তারা ছাত্র ধর্মঘটের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

### ছাত্রদলের বিক্ষোভ

ছাত্রদল ধর্মঘটের প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ করে। মিছিল শেষে বটতলায় সমাবেশে সাহাবুদ্দিন লাল্টুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বক্তারা অধ্যাপক আজাদের ওপর হামলার জন্য ঢাবির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীকে দায়ী করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল এবং রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালানো হয়েছে। তারা বলেন, ইতিমধ্যে ছাত্রলীগ নেতা বোমা আব্বাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তাছাড়া আজাদ স্যারও সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে এলেই ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা পুলিশি তদন্ত ও আজাদ স্যারের অপেক্ষা না করেই পরিকল্পিতভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারা বলেন, যদি শিক্ষকরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার না করেন, তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের ঘেরাও করা হবে।

### স্কুল ছাত্রদের বিক্ষোভ

বেলা পৌনে ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যাড কলেজের অর্ধশতাধিক ছাত্রছাত্রী হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা স্কুল থেকে মিছিলটি বের করে টিএসসি ঘুরে আবার স্কুলে এসে শেষ করে।

### প্রভোস্ট কমিটির সভা

এদিকে ঘটনার পরপরই বিকালে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে প্রভোস্ট স্ট্যাভিং কমিটির জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার, প্রক্টর আকা ফিরোজ আহমদসহ বিভিন্ন হলের প্রভোস্টরা উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পরিবেশ পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখার আহ্বান জানানো হয়। সেই সঙ্গে হলগুলোতে আবাসিক ও দ্বৈতাবাসিক ছাড়া অন্য কাউকে হলে অবস্থান না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

## আজ এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু

### যুগান্তর রিপোর্ট

আজ সারাদেশে ৭টি শিক্ষা বোর্ডের ২০০৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে

দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হবে। এবারও পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি পাবলিক এক্সামিনেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চলতি পরীক্ষায় প্রায় পৌনে ১০ লাখ পরীক্ষার্থী দেশের সর্ববৃহৎ এই পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। প্রথম দিনে আবশ্যিক ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১০টায়। গত বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনেকটা নকলমুক্ত ছিল। এবারের এসএসসি পরীক্ষাও নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড, জেলা ও পুলিশ প্রশাসন ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, এবার নকল প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন পুরোপুরি কার্যকর করা হবে, যেখানে নকলকারী ও এতে সহায়তাকারীকে বহিষ্কারের পাশাপাশি বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো ও জরিমানা করার বিধান আছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। কোন ছাত্রনেতা, রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবক, গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অথবা 'বড়ভাই' নামধারী কেউ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। পরীক্ষার্থী, পরিদর্শক ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ছাড়া কেউ কেন্দ্রে ঢুকলে তাকে গ্রেফতার করা হবে। তবে আইন-শৃংখলা রক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে স্থানীয় সংসদ সদস্য কেন্দ্রের অভ্যন্তরে যেতে পারবেন। কিন্তু তার সঙ্গে অন্য কেউ যেতে পারবেন না।

নকল রোধে সারাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদফতর, বোর্ড কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের সমন্বয়ে সাত শতাধিক পরিদর্শক টিম গঠন করা হয়েছে। এসএসসির ৮৬২টিসহ মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ১ হাজার ৭৩৪টি। এর মধ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৬টি জেলার ২৩টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অন্য কোন বোর্ড ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করেনি। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পরিদর্শকদের বিশেষ নজরদারি থাকবে। তবে কোন ভিডিও ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকবে না। পরীক্ষায় আসন বি-নময় প্রথা পুরোপুরি কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ এক স্কুলের পরীক্ষার্থীকে অন্য স্কুলে পরীক্ষা দিতে হবে। কেন্দ্র সচিব ছাড়া কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। পরীক্ষার সময় কেন্দ্রের আশপাশের ফটোকপি দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রের বাইরে মোতায়েন থাকবে পুলিশ ও আনসার। প্রয়োজন দেখা দিলে বিডিআর মোতায়েন করা হবে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কেন্দ্র বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। সব ধরনের সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও যেসব কেন্দ্রে নকল চলার অভিযোগ প্রমাণিত হবে ওই সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি ও এমপিও বাতিল করা হতে পারে। অন্যদিকে নকল প্রতিরোধে কৃতিত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ৯ লাখ ৭৪ হাজার ১৩৪ জন। এর মধ্যে এসএসসিতে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৯৬০ জন, দাখিলে ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৪৬ জন এবং এসএসসি ভোকেশনালে ৩১ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষার্থী। গত বছরের তুলনায় এসএসসিতে ১ লাখ ৭১ হাজার পরীক্ষার্থী কমেছে। এসএসসি ভোকেশনালে ১৭৬ জন পরীক্ষার্থী কমেছে। অন্যদিকে দাখিলে ১১ হাজার ৭৭৭ জন পরীক্ষার্থী বেড়েছে। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪ লাখ ১৭ হাজার ৬৮২ জন ছাত্র ও ৩ লাখ ৪৪ হাজার ২৭৮ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ২ লাখ ৫৭ হাজার ৩৪ জন, মানবিক বিভাগে ৩ লাখ ৯ হাজার ৩৩৯ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৫৮৭ জন। মোট ৮৬২টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যা গত বছরের তুলনায় ১৬টি বেশি। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র মাত্র ২৩টি। একমাত্র ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য কোন বোর্ডে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়নি।

এ বছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বোচ্চ

২ লাখ ২৪ হাজার ৭২৩ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ২১ হাজার ২৩ জন ছাত্র ও ১ লাখ ৩ হাজার ৭০০ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ৬৩ হাজার ৩৬৯ জন, মানবিক বিভাগে ৮০ হাজার ১৬২ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ৮১ হাজার ১৯২ জন। ঢাকা বোর্ডে মোট ২২৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ২৩টি।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী ২ লাখ ১০ হাজার ৪১২ জন। এর মধ্যে ১ লাখ ১৮ হাজার ১৭১ জন ছাত্র ও ৯২ হাজার ২৪১ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ১ লাখ ২ হাজার ৮১৬ জন, মানবিক বিভাগে ৯৪ হাজার ৮৩৮ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ১২ হাজার ৭৫৮ জন। মোট ১৯১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থী ৮৫ হাজার ৩৫৭ জন। তাদের মধ্যে ৪৬ হাজার ৬১০ জন ছাত্র ও ৩৮ হাজার ৭৪৭ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ৩১ হাজার ৬৯৪ জন, মানবিক বিভাগে ১৯ হাজার ১২৬ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ৩৪ হাজার ৫৩৩ জন। পরীক্ষা কেন্দ্র ১২৬টি।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৭৫১ জন। এর মধ্যে ৫৯ হাজার ৯৯০ জন ছাত্র ও ৪৫ হাজার ৭৬১ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ১৮ হাজার ২৩০ জন, মানবিক বিভাগে ৬১ হাজার ৫৯৭ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ২৫ হাজার ৯২৪ জন। এই বোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র ১০০টি।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার্থী ৫৫ হাজার ৭১২ জন। এদের মধ্যে ২৯ হাজার ৫৬৬ জন ছাত্র ও ২৬ হাজার ১৪৬ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ২০ হাজার ২০ জন, মানবিক বিভাগে ১১ হাজার ১৮০ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ২৪ হাজার ৫১২ জন। পরীক্ষা কেন্দ্র ১০৭টি।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার্থী ৫১ হাজার ৭৫২ জন। এদের মধ্যে ২৮ হাজার ২০৭ জন ছাত্র ও ২৩ হাজার ৫৪৫ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ১১ হাজার ৫২৭ জন, মানবিক বিভাগে ২৫ হাজার ১০ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ১৫ হাজার ২১৫ জন। ৫৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

সিলেট শিক্ষা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ২৮ হাজার ২৫৩ জন। তাদের মধ্যে ১৪ হাজার ১১৫ জন ছাত্র ও ১৪ হাজার ১৩৮ জন ছাত্রী। বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ৯ হাজার ৩৭৪ জন, মানবিক বিভাগে ১৭ হাজার ৪২৬ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ১ হাজার ৪৫৩ জন।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার ৫৪৬ জন। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১ লাখ ৯ হাজার ৫৭০ জন ছাত্র ও ৭০ হাজার ৯৭৬ জন ছাত্রী। সাধারণ বিভাগের পরীক্ষার্থী ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৩ জন, বিজ্ঞান বিভাগে ২৬ হাজার ৪৭৮ জন, মুজাব্বিদ বিভাগে ১ হাজার ১১ জন ও হাফিজুল কুরআন বিভাগে ২৪ জন। মোট ৪২০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যা গত বছরের তুলনায় ২৪টি বেশি।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১ হাজার ৪৫২ জন। মোট ৪২০ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যা গত বছরের তুলনায় ৫টি বেশি।

#### বরিশালে পরীক্ষার্থী ৫১৭৫২

**বরিশাল ব্যুরো :** আজ থেকে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডে ৫১ হাজার ৭৫২ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। তাদের মধ্যে ২৮ হাজার ২০৭ জন ছাত্র এবং ২৩ হাজার ৫৪৫ জন ছাত্রী রয়েছে। ৬ জেলার ৫৮টি কেন্দ্রে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বরিশাল জেলায় কেন্দ্র রয়েছে ২১টি, পটুয়াখালীতে ১০টি, পিরোজপুরে ৮টি, ভোলা ও বরগুনায়ে ৭টি করে এবং ঝালকাঠিতে ৫টি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, কেন্দ্রগুলো তদারকির জন্য ৮০টি ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি টিমে থাকবেন ৩ জন করে সদস্য। সোমবার সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা হয়। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নগরীর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র এবং ১০ স্কুলে উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর বরিশাল জেলা থেকে ২০ হাজার ১৬৮ জন, পটুয়াখালী থেকে ৯ হাজার ১৬৬ জন,

পিরোজপুরে ৬ হাজার ৮৭৯ জন, ভোলায় ৫ হাজার ৯৭৬ এবং ঝালকাঠিতে ৪ হাজার ৬৩৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়েছে।

## গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ

### যুগান্তর রিপোর্ট

তেসরা মার্চ বাঙালির জীবনের এক ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। একাত্তরের এদিনেই ঘোষিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সব রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এ দিনটিতে। দেশটির নাম ‘বাংলাদেশ’ এবং এই দেশের পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতও এদিনেই নির্ধারিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হয় আজকের দিনেই। ৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি, মুসলিম লীগ, ন্যাপ, জামায়াতে ওলামায়ে পাকিস্তান, জামায়াতে ইসলামী ও পিডিপির নেতৃবৃন্দকে বৈঠকে আহ্বান করা হলেও আওয়ামী লীগ প্রধান ও দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু এ বৈঠককে ‘নিষ্ঠুর তামাশা’ অখ্যায়িত করে বৈঠকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বিকালে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ আয়োজিত পল্টনের বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, গত দুই দিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বহু নিরপরাধ বাঙালিকে হত্যা করেছে। এ দেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় কেনা অস্ত্র দিয়ে নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে স্বাধিকারের আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। তিনি ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত দেশব্যাপী ভোর ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করে ট্যাক্স বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ঘরে ঘরে মুক্তিবাহিনী গঠনের আহ্বান জানান। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় তোফায়েল আহমেদ, আবদুল মান্নান প্রমুখ বক্তৃতা করেন এবং সভায় ঘোষণাপত্র ও প্রস্তাব পাঠ করেন ছাত্রলীগ নেতা এমএ রশীদ, ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্রলীগ নেতা শাজাহান সিরাজ। ৫ দফা ঘোষণাপত্রে সেনাবাহিনীর হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়ম, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা ঘোষণা করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বাংলার প্রতিটি ঘরে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। তাছাড়া ৪ দফা ও ১৬ উপ-দফার স্বাধীনতার ইশতেহারে বলা হয়, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হল। ৫৪ হাজার ৫০৬ বর্গমাইল ভৌগোলিক এলাকা ৭ কোটি মানুষের আবাসভূমি স্বাধীন-সার্বভৌম এই রাষ্ট্রের নাম হবে বাংলাদেশ। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তিবাহিনী গঠন করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বর্তমান সরকারের সব আইনকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দিতে হবে। পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হবেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। সভার ঘোষণা ও ইশতেহার পাঠের সঙ্গে সঙ্গে জনসমুদ্র থেকে গগনবিদারী স্লোগান ওঠে— ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধর— বাংলাদেশ স্বাধীন কর, জয় বাংলা— জয় বঙ্গবন্ধু’। স্বাধিকার আন্দোলনের এই বজ্রনিদা ও লেলিহান শিখা চোখের পলকে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। শুরু হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ।

## হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলাকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে

- প্রধানমন্ত্রী

### বাসস

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন লেখক প্রফেসর ড. হুমায়ুন আজাদকে দেখতে যান এবং এই বর্বর হামলার সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। ড. আজাদ ২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে বাংলা একাডেমীর সামনে অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীদের হাতে গুরুতর আহত হন।

তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলেন এবং সরকার তার চিকিৎসার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ড. আজাদকে বলেন, সরকার দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করার সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কাছে দেখতে পেয়ে ড. আজাদ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে তিনি তাকে বলেন, দুষ্কৃতকারীদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। এ ব্যাপারে কোন ছাড় দেয়া হবে না।

প্রধানমন্ত্রী দুপুর ১২টার দিকে সিএমএইচে যান এবং ড. আজাদের পাশে ১৫ মিনিটের বেশি সময় অবস্থান করেন। তিনি কর্তব্যরত ডাক্তারদের কাছে ড. আজাদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। ডাক্তাররা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, ক্রমান্বয়ে তার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ড. আজাদকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৭ থেকে ৮ জন ডাক্তার দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় তার পরিবারের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। ড. আজাদের পরিবারের সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডাক্তাররা পরামর্শ দিলে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রখ্যাত সাহিত্যিককে অবশ্যই বিদেশে পাঠানো হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় ড. আজাদের পুত্র অনন্য আজাদ, তার ভাই ও বোন সিএমএইচে উপস্থিত ছিলেন। ড. আজাদের আশু নিরাময়ের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব এম মোসাদ্দেক আলী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

## পবিত্র আশুরা পালিত

### যুগান্তর রিপোর্ট

মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক, শোকাবহ ও বিষাদঘন ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র আশুরা সারাদেশে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ধর্মীয়, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন-প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল তাজিয়া মিছিল, মিলাদ-দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, দূস্থ ও গরিবদের মধ্যে খাবার বিতরণ। পবিত্র আশুরার তাৎপর্য তুলে ধরে দিনটিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ পৃথক বাণী দেন। জাতীয় সংবাদপত্রগুলো দিবসটির ওপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন টিভি মাধ্যমে দিনটির ওপর বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার করা হয়। আশুরা উপলক্ষে মঙ্গলবার ছিল সরকারি ছুটি।

আশুরার দিন রাজধানী ঢাকায় অসংখ্য তাজিয়া মিছিল বের হয়। মিছিলগুলো নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও এলাকা পরিদর্শন করে। ঢাকায় পবিত্র আশুরার দিনে সবচেয়ে বৃহত্তর ও আকর্ষণীয় তাজিয়া মিছিল বের করা হয় পুরান ঢাকার হোসেনি দালানের ইমামবাড়া থেকে। বর্ণাঢ্য এ মিছিলে শত শত মানুষ ‘হায় হোসেন, হায় হাসান’ মাতম তুলে পরিবেশকে বিয়োগান্তক করে



তোলে। মিছিলটি নগরীর বকশীবাজার, আজিমপুর, নিউমার্কেট, ধানমন্ডিসহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। ‘বিবি-খাজা-রওজা’ নগরীর ফরাশগঞ্জ থেকে তাজিয়া মিছিল বের করে। পুরানা পল্টন থেকে খাজা শিয়া ইসনাসিড়ি তাজিয়া মিছিল ও মিলাদের আয়োজন করে। এ ছাড়া নগরীর মীরপুর, মোহাম্মদপুর ও আজিমপুর থেকে পৃথক তাজিয়া মিছিল বের করা হয়। ন্যাশনাল সুনী মুসলিম, বাংলাদেশ সিরাত মিশনসহ বিভিন্ন সংগঠন মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে।

বিএনপি দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার এক মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে দলের মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়াসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দিবসটি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, বেগম মতিয়া চৌধুরী, ওবায়দুল কাদের, নগর সভাপতি ও সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দিবসটি উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। সভাপতিত্ব করেন নগর আমীর মমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী। বক্তব্য রাখেন মাওলানা অধ্যক্ষ আবু তাহের ও এটিএম আজহারুল ইসলাম। এছাড়া জাতীয় পার্টি, মুসলিম লীগ ও বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি পবিত্র আশুরা উপলক্ষে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিলের মধ্য দিয়ে আশুরা পালন করেছে। ফরিদপুরের আটরশিতে বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে দিবসটিতে ওয়াজ মাহফিল, ইবাদত, তেলাওয়াতে কালামে পাক ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

## হুমায়ুন আজাদের অবস্থার উন্নতি

### যুগান্তর রিপোর্ট

বহুমাত্রিক লেখক প্রফেসর হুমায়ুন আজাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে তিনি তার স্ত্রী, মেয়ে এবং পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এবং সকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ড. আজাদকে দেখতে যান। তারা উভয়ই তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের চিকিৎসকরা রাষ্ট্রপ্রতি ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, প্রফেসর আজাদ দ্রুত সেরে উঠছেন। তিনি এখন শঙ্কামুক্ত। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বেশ কিছু দিন লাগবে। চিকিৎসকরা আরও জানিয়েছেন, তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনে তাকে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া হতে পারে।

প্রফেসর আজাদের পারিবারিক সূত্র জানায়, গতকাল সকালে ড. আজাদের মেয়ে মৌলী আজাদকে তার সামনে নেয়া হয়। চিকিৎসকরা তার কাছে জানতে চান আপনার সামনে কে দাঁড়িয়েছে আছেন? আপনি তাকে চেনেন কিনা? ড. আজাদ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে চিকিৎসককে জানান, আমার মেয়েকে আমি চিনব না! ও আমার মেয়ে মৌলী। এরপর তার স্ত্রী অপর কন্যা মিতা আজাদকেও তিনি চিনতে পারেন।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ড. আজাদের শারীরিক অবস্থা এখন বেশ উন্নতির দিকে। তার শরীরের তাপমাত্রা, পালস, হৃদকম্পন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক। তিনি অপরের সহায়তায় উঠে বসতে পারছেন, কথাও বলতে পারছেন। টিউবের সাহায্যে নাক দিয়ে তাকে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। ওষুধের প্রভাবে অধিকাংশ সময় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অধ্যাপক আজাদ এখন বিপদমুক্ত। তবে চিকিৎসকরা তার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দর্শনার্থীদের ভিড় না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

## জন কেরিই হচ্ছেন বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী

### যুগান্তর ডেস্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সিনেটর জন কেরিই হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াকার বুশের প্রতিদ্বন্দ্বী। মঙ্গলবার ‘সুপার টুয়েসডে’তে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে কেরির প্রার্থিতা চূড়ান্ত হয়। এদিন ওই পদে কেরির সর্বশেষ দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সিনেটর জর্জ এডওয়ার্ড সেরে দাঁড়ান। এর ফলে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেরিই ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাচ্ছেন। এখন কেরির কাজ হচ্ছে, একজন সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী খুঁজে বের করা।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার জন্য প্রাথমিক নির্বাচন পর্বে কেরি ১০টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ৯টিতেই জয়ী হন। এর ফলে তার দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তি নিশ্চিতক হয়। কেরির সাফল্যের খবর পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এএফপি ও বিবিসি।

## ঢাবি ‘খ’ ইউনিটের ফল প্রকাশ

### যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘খ’ ইউনিটের অধীনে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। মোট ১৫ হাজার ৬৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ হাজার ১০৯ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেধাক্রম অনুসারে ২ হাজার প্রার্থীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য ডেকেছেন। ২০ মার্চ থেকে সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। এদিন মেধাক্রম ১ থেকে ৪০০, ২১ মার্চ মেধাক্রম ৪০১ থেকে ৮০০, ২২ মার্চ মেধাক্রম ৮০১ থেকে ১ হাজার ২০০, ২৩ মার্চ ১ হাজার ২০১ থেকে ১ হাজার ৬০০ এবং ২৪ মার্চ ১ হাজার ৬০১ থেকে ২ হাজার পর্যন্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ২৫ মার্চ শুধু আরবি বিভাগে ভর্তির জন্য মেধাক্রম ২ হাজার ১ থেকে ৫ হাজার এবং ২৭ মার্চ নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগে ভর্তির জন্য ২ হাজার ১ থেকে ৩ হাজার মেধাক্রমধারী প্রার্থীদের আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। ফলাফলের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট [www.dcu.ac.bd](http://www.dcu.ac.bd)://কয়ধরঃ:ফযধশধ.হবঃ/ ঠিকানায় পাওয়া যাবে। এছাড়া কলা ভবনের গেটেও ফলাফল টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে।

## দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে

## সরকারের পতন ঘটান

-শেখ হাসিনা

### যুগান্তর রিপোর্ট

বিরোধীদলীয় নেত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুগপৎ আন্দোলন শুরু হয়েছে। সব গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল শক্তি এই আন্দোলনে शामिल হন। বিপন্ন প্রায় দেশ-জাতিকে বাঁচাতে জোট সরকারের পতন ঘটান। তিনি আগাম নির্বাচন দাবি করে বলেন, জনজীবনে নাভিস্থাস উঠেছে। তাই জনগণ সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন চায়।

শেখ হাসিনা বুধবার দলের ধানমন্ডি কার্যালয়ে কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে বক্তব্য রাখছিলেন। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতারা সোমবার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশি অভিযান চলাকালে আহত অবস্থায় গ্রেফতার হন। এ সময় অন্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যুবলীগ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম, প্রেসিডিয়াম সদস্য ওমর ফারুক চৌধুরী, হারুনুর রশিদ, শহীদ সেরনিয়াবাত, ড. মিজানুর রহমান ও অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিস থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপের দাবিকে ‘সাজানো নাটক’ হিসেবে অভিহিত করে বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাকালে বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বাধীন মিছিল থেকে রাজারবাগে পুলিশকে লক্ষ্য

করে বোমা ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। ওরা হরতাল চলাকালে বোমা মেরে মানুষ খুন করেছে। আওয়ামী লীগ ওই ঘটনা রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাছাড়া আওয়ামী লীগ অফিসে যদি বোমা থাকতোই, তা হলে কি পুলিশ অফিসে ঢুকতে পারতো! বোমা মেরেই তো তাদের হটিয়ে দেয়া যেত। ১৪টি বোমা থাকলে নিশ্চয়ই সেটারও বিস্ফোরণ ঘটানো হতো। আওয়ামী লীগ বোমার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আওয়ামী লীগ তো আন্দোলন চালিয়ে আসছে। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা তো কখনোই ঘটেনি। আসলে আওয়ামী লীগ অফিস থেকে বোমা নিষ্ক্ষেপ এবং বোমা উদ্ধারের কাহিনীর পুরোটাই সাজানো নাটক।

‘হরতাল সফল করতে আওয়ামী লীগ ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা চালিয়েছে’ প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সমালোচনা করে বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, হরতাল সফল করতে আওয়ামী লীগ কেন হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্টা চালাবে? আওয়ামী লীগ তো আগেও হরতাল করেছে। হুমায়ুন আজাদের ওপর কারা হামলা চালিয়েছে সেটা প্রধানমন্ত্রী জানেন। তিনি উদ্যোগ পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ‘নারী’ নামের উপন্যাস লেখার পর ছাত্রদলের ক্যাডাররা ড. হুমায়ুন আজাদকে হুমকি দিয়েছিল। ‘পাক সার জমিন সাদ বাদ’ উপন্যাস প্রকাশের পর হত্যার উদ্দেশ্যে তার ওপর পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে। তিনি হুমায়ুন আজাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সিএমএইচে যাওয়ার পথে সেনানিবাসে তাকে আটকিয়ে দেয়ার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে হাসপাতালে যাওয়ার পর ভদ্রতার লেশমাত্র না দেখিয়ে মুখের সামনে ফটক বন্ধ করে দেয়া হল। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী জনসভায় বললেন, আমি নাকি সেনাবাহিনীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। এরপর ডিজিএফআইয়ের মাধ্যমে প্রতিটি সেনানিবাসে আমার বিরুদ্ধে কল্পিত দুর্ব্যবহারের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করা হল। শেখ হাসিনা বলেন, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলেই সরকার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা যাবে না। পতন তাদের হবেই।

**শেখ হাসিনা সকাশে স্বেচ্ছাসেবক লীগের মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ :** স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি নির্মলরঞ্জন গুহ ও ঢাকা জেলা শাখার সভাপতি আনহার আলী কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গতকাল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, পংকজ দেবনাথ, মোল্লা আবু কাউছার, সাইদুল করিম মিন্টু, সাহেদ মোহাম্মদ টুটুল, আবদুল্লাহ আল সায়েম, নজরুল ইসলাম মহসিন, মীর মেহেদী হাসান টিটু, জহির আহমেদ জুনু, জহিরুল ইসলাম, আশীষ মজুমদার ও জাফর ইকবাল লাভলু উপস্থিত ছিলেন।

## ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র মাত্র ২৩টি

### যুগান্তর রিপোর্ট

সারাদেশে ১ হাজার ৭৩৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ২৩টি কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর সবগুলোই ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের। অথচ গত বছর ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র ছিল ২১৪টি। এর মধ্যে ৬৯টি ছিল মাদ্রাসা বোর্ডের। যেখানে সেখানে কেন্দ্র অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের অনগ্রহের কারণে এবার ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, এটা নকল প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ফল।

বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের রিপোর্টের ভিত্তিতে অধিক নকলপ্রবণ কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। এ কেন্দ্রগুলোতে পরিদর্শক টিমের বিশেষ নজরদারি থাকবে। গত বছর এসব কেন্দ্রে ভিডিও ক্যামেরা থাকলেও এবার আর তা রাখা হচ্ছে না। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে পুলিশ ও আনসার মোতায়েন থাকবে। প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েন করা হবে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কেন্দ্র বাতিল করা হবে। পরবর্তী সংকট উত্তরণের জন্য বিকল্প কেন্দ্র প্রস্তুত রাখার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সচিবদের নির্দেশনা দেয়া

হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের যেসব কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে— গাজীপুরের কাপাসিয়ার সিংহশ্রী উচ্চ বিদ্যালয় ও ঘাসটিয়া চালা উচ্চ বিদ্যালয়; মুন্সীগঞ্জ সদরের কে কে সরকারি ইন্সটিটিউশন, গজারিয়ার ভবেরচর হাই স্কুল ও সিরাজদিখানের শেখরনগর রায় বাহাদুর শ্রীনাথ ইন্সটিটিউট ও কুচিয়ামোরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়; ফরিদপুরের নগরকান্দা এমএন একাডেমী; শেরপুরের নকলা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; জামালপুর সদরের নান্দিনা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়ার বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় ও নরুন্দি উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামপুরের নেকজাহান পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও গুটাইল উচ্চ বিদ্যালয়, সরিষাবাড়ীর পিংনা উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদারগঞ্জের পাটাদহ কয়ড়া উচ্চ বিদ্যালয় এবং নেত্রকোনা সদরের মদনপুর শাহ সুলতান উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়ার আশুজিয়া জেএমসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জয়হরি স্পাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, আটপাড়া তেলিগাতি বিএনএইচকে একাডেমী ও বানিয়াজান সিটি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়; পূর্বধলা জেএন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ও জালগুকা কুমুদগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় এবং খালিয়াজুরি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়।

## যমুনা টিভির ফ্রিকোয়েন্সি বিটিআরসির রিভিউ আবেদন খারিজ

### যুগান্তর রিপোর্ট

যমুনা টিভি লিমিটেডের ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ সম্পর্কিত আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) জন্য টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। রিভিউ আবেদনটি খারিজ হয়ে যাওয়ায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ ও সংশ্লিষ্টদের এখন আদালত অবমাননার মামলা সামাল দিতে হচ্ছে। যমুনা টিভি লিমিটেডের দায়ের করা এই আদালত অবমাননার অভিযোগ পাশ কাটাতে বিটিআরসি রিভিউ আবেদন দাখিল করেছিল। এতে ব্যর্থ হওয়ার পর আদালত অবমাননার মামলায় জবাব দাখিলের জন্য মার্গুব মোরশেদের আইনজীবী সময় চাওয়ায় এই শুনানি আগামী ১৪ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি রাখা হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জেআর মোদাচ্ছির হোসেনের নেতৃত্বে গতকাল আপিল বিভাগের ফুলকোট বিটিআরসির রিভিউ আবেদন শুনানির পর বিলম্বজনিত কারণে খারিজ করে দেন। আদালত অবমাননার আবেদনটিও একই সঙ্গে শুনানির জন্য নির্ধারিত থাকায় বিটিআরসি চেয়ারম্যানের পক্ষে নিযুক্ত নতুন কৌসুলি সাবেক বিচারপতি টিএইচ খান অভিযোগের জবাব দাখিলের জন্য সময় চান। রুল জারির আগেই আদালত অবমাননাকারীর পক্ষ থেকে জবাব দাখিলের জন্য সময় চাওয়ায় আদালত রুল জারি না করে একবারে শুনানি শেষ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই লক্ষ্যে আদালত অবমাননার অভিযোগ সংবলিত নোটিশ অপর পক্ষের আইনজীবীকে দেয়ার জন্য ব্যারিস্টার রফিকুল হককে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেয়া হয়। ব্যারিস্টার হক তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগের কপি সরবরাহ করেন। এ পর্যায়ে জবাব দাখিলের পর উভয় পক্ষের শুনানি একত্রে গ্রহণের জন্য নতুন তারিখ নির্ধারণ না করে গতকালের শুনানি ১৪ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি করা হয়।

বিটিআরসির পক্ষে রিভিউ আবেদনের শুনানিতে এটর্নি জেনারেল এএফ হাসান আরিফ বলেন, বিটিআরসির সম্প্রচার লাইসেন্স দেয়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু সম্প্রচার লাইসেন্স না পেলে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ দেয়া হবে কি করে? তিনি এ প্রশ্নে আপিল বিভাগের রায় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে ব্যাখ্যা দেন। আদালত এ সময় তাকে বলেন, আবেদন নিষ্পত্তি করে সে কথা বলে দিলেই তো হতো। এতদিন পর এ কথা নিয়ে আদালতে আসা কেন।

যমুনা টিভির পক্ষে কৌসুলি ব্যারিস্টার রফিকুল হক বিটিআরসির রিভিউ আবেদন সম্পর্কে বলেন, এটা বিলম্বিত আবেদন। বিধান অনুযায়ী ৩০ দিনের মধ্যে রিভিউ আবেদন করতে হয়। গত বছর ২৫ অক্টোবর আপিল বিভাগের রায় হয়েছে। রায়ের সময়

বিটিআরসির কৌসুলি এটর্নি জেনারেল উপস্থিত ছিলেন এবং তার মাধ্যমে তারা অবহিত হন। সে হিসাবে ২৫ নভেম্বর ৩০ দিনের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বিলম্বজনিত কারণে রিভিউ আবেদন গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে না।

রফিকুল হক আরও বলেন, রিভিউ আবেদনের মধ্য দিয়ে আদালত অবমাননার দায় থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ৫ জানুয়ারি বিবাদী পক্ষকে চূড়ান্ত নোটিশ দেয়ার পর ১৪ জানুয়ারি আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি রিভিউ আবেদন করা হয়েছে। আদালত অবমাননা থেকে রক্ষার জন্য এটা উদ্দেশ্যমূলক চেষ্টা। তিনি সম্প্রচার লাইসেন্স সম্পর্কিত এটর্নি জেনারেলের বক্তব্যের জবাবে বলেন, ২০০২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যমুনা টিভিকে সম্প্রচার লাইসেন্স দেয়া হয়। এই লাইসেন্স পাওয়ার পর ১৩ ফেব্রুয়ারি ফ্রিকোয়েন্সির বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়।

এটর্নি জেনারেল হাসান আরিফ বলেন, এটা সম্প্রচার লাইসেন্স নয়, অনাপত্তির সার্টিফিকেট মাত্র।

ব্যারিস্টার হক জবাবে বলেন, প্রথমে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে এবং পরবর্তী সময়ে আপিল বিভাগের রায়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এনটিভিও একইভাবে লাইসেন্স পেয়ে ফ্রিকোয়েন্সির বরাদ্দ পেয়েছে। তারা সম্প্রচার নয়, অনুষ্ঠান রফতানির লাইসেন্স পাওয়ার ১৩ দিনের মধ্যে ফ্রিকোয়েন্সির বরাদ্দ পায়। তিনি বলেন, আইন তো দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে না।

শুনানি শেষে আদালত রিভিউ আবেদনটি বিলম্বজনিত কারণে খারিজ করে দেন।

প্রসঙ্গত যমুনা টিভি লিমিটেড আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের জন্য দু'বছর আগে বিটিআরসির কাছে আবেদন করে। কিন্তু বিটিআরসি নিরুত্তর থাকে। এ পর্যায়ে বিটিআরসির আচরণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট মামলা করা হয়। হাইকোর্ট ২৫ ও ২৬ আগস্ট দেয়া রায়ে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতের নির্দেশনার আলোকে যমুনা টিভির আবেদন নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেন। রিট মামলার রায় সরকার ও বিটিআরসির বিপক্ষে হওয়ায় তারা আপিল বিভাগে আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন করে। আপিল বিভাগ এই আবেদন নাকচ করে দিয়ে ২৫ অক্টোবর রায় দেন। আপিল বিভাগের রায়ের পর কয়েকদফা পত্রযোগাযোগ করে ব্যর্থ হওয়ার পর যমুনা টিভি লিমিটেড এবং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম ইসলাম সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদের আওতায় আদালত অবমাননার অভিযোগ দাখিল করেন। আদালত অবমাননার এই মামলায় ব্যক্তিগতভাবে বিটিআরসি চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মোরশেদ এবং এর উপ-পরিচালক একেএম শহীদুজ্জামানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে।

যমুনা টিভির পক্ষে আদালত অবমাননার মামলাটি পরিচালনা করছেন ব্যারিস্টার রফিকুল হক। তাকে সহায়তা করেন ব্যারিস্টার ফাহিমুল হক ও ব্যারিস্টার সাখাওয়াৎ হোসেন।

## ফতুল্লায় আ'লীগ ও ফকিরহাটে যুবলীগ নেতাসহ ১৫ জেলায় ২০ খুন

### যুগান্তর ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জে এক আওয়ামী লীগ নেতা ও বাগেরহাটের ফকিরহাটে এক যুবলীগ নেতাসহ গত সোমবার রাত থেকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৫ জেলায় কমপক্ষে ২০ জন খুন হয়েছেন। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় আওয়ামী লীগ নেতা গিয়াস উদ্দিনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। একই জেলায় পুলিশ ৭ বছরের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে। বাগেরহাটের চরমপন্থী অধ্যুষিত ফকিরহাটে সন্ত্রাসীরা বোমা মেরে যুবলীগ নেতা খান রুহুল আমীনকে হত্যা করেছে। বরিশালের বাবুগঞ্জে সর্বহারা কামরুল গ্রুপের সদস্য খোকনকে প্রতিপক্ষ জিয়া গ্রুপের ক্যাডাররা কুপিয়ে হত্যা করেছে। একই নগরীর গণপাড়ায় স্বামী কুপিয়ে মেরেছে স্ত্রীকে। পাবনার চাটমোহরে এক চরমপন্থী সদস্যকে গুলি করে, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে এক মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। কুষ্টিয়ার মিরপুরে

যৌতুকলোভী স্বামী পিটিয়ে মেরেছে স্ত্রীকে। রংপুরের পীরগঞ্জে পুত্রের হাতে বৃদ্ধ পিতা ও নওগাঁয় পিতার হাতে পুত্র খুন হয়েছেন। টঙ্গিতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে আড়াই বছরের শিশুকে বাড়ির কাজের ছেলে জবাই করে হত্যা করেছে। কুমিল্লায় চাঁদপুরের এক পান ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। গোয়ালন্দে গণপিটুনিতে এক ডাকাত নিহত হয়। ধামরাইয়ে সন্ত্রাসীদের হামলায় এক ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। এছাড়া মুন্সীগঞ্জ, নওগাঁ, যশোর, নবাবগঞ্জ ও ধামরাইয়ে পাঁচজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুগান্তর ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

**নারায়ণগঞ্জ :** জেলার ফতুল্লা থানার শেহরচর লালখান এলাকায় মঙ্গলবার রাত ১০টায় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক ইউপি মেম্বর গিয়াসউদ্দিনকে কয়েকজন যুবক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে বের হওয়ামাত্রই অপেক্ষমাণ আততায়ীরা তাকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ সময় ৭টি বুলেট তার বুকে, পেটে ও পিঠে লাগে। সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যু হয়। পরে সন্ত্রাসীরা বীরদর্পে নিরাপদে চলে যায়। নিহত গিয়াসউদ্দিন লামাপাড়া আইন-শৃংখলা কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন। তার পরিবারের অভিযোগ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করায় স্থানীয় সন্ত্রাসী ইভু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এ ঘটনায় সন্ত্রাসী ইভু, মোক্তার, নয়নসহ ১০ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মোক্তারকে গ্রেফতার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে ৫ জনকে। এদিকে জেলার বন্দর থানার উত্তর নোয়াদা এলাকায় ৭ বছরের শিশু সার্বির হোসেন গত ২৯ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হয়। গত ২ মার্চ সকালে আমিরাবাদ এলাকার একটি পুকুরে সাদের লাশ ভেসে ওঠে। সাদের মা ডলির অভিযোগ, সন্ত্রাসীরা সাদকে অপহরণের পর হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে দেয়।

**পাবনা/চাটমোহর :** সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা সোমবার রাতে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা বাজারে এক সেলুন কর্মচারী আফছার আলীকে (৪০) গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। পুলিশ জানায়, নিহত আফছার আলী চাটমোহর উপজেলার সজনা গ্রামের মৃত বুদাই সরকারের ছেলে। সে চরমপন্থী দলের ক্যাডার ছিল। অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সে খুন হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে চাটমোহর থানায় মামলা হয়েছে।

**সিরাজগঞ্জ/শাহজাদপুর :** শাহজাদপুর উপজেলার চক হরিপুর গ্রামে চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ব্যবসায়ী আবদুল মজিদকে (২৮) কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিহত ব্যবসায়ীর পিতা আয়নাল হক মণ্ডল শাহজাদপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

**লৌহজং (মুন্সীগঞ্জ) :** সোমবার বেলা ১১টায় টঙ্গীবাড়ী থানা পুলিশ বেতুফা ইউনিয়নের দ্বীপাড়া গ্রামের হুমায়ুন খানের বাড়ির পশ্চিম পাশে আলু ক্ষেত থেকে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের (৩২) গলিত লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ২৯ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে কে বা কারা লাশ আলু ক্ষেতে ফেলে রেখে যায়।

**ভেড়ামারা :** সোমবার রাত ১০টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মলিনাথপুর গ্রামের যৌতুকলোভী তরিকুল তার স্ত্রী লাবণী খাতুনকে (২৪) যৌতুকের দাবিতে পিটিয়ে হত্যা করে। ধৃত তরিকুল তার স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যা বলে চালানোর লক্ষ্যে ঘরের ডাচের সঙ্গে লাশটি বুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়। পুলিশ সকালে নিহত লাবণীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

**পীরগঞ্জ (রংপুর) :** পারিবারিক কলহের জের ধরে সোমবার গভীর রাতে উপজেলার কগাড়ী গ্রামে বৃদ্ধ পিতা সাদেক আলীর (৬০) সঙ্গে পুত্র সোহরাবের (৩৫) তুমুল বচসা হয়। এক পর্যায়ে পিতাকে এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করে সোহরাব। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তির পর আশংকাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি মারা যান। থানায় মামলা হয়েছে।

**জগন্নাথপুর :** সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় কাজের ছেলে কর্তৃক আড়াই বছরের এক শিশুপুত্রকে অপহরণ করে জবাই করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে মঙ্গলবার রাতে। শিশু জাবরুলকে অপহরণের পর গৃহভৃত্য

সেলিম (২২) টেলিফোনে জাবরুলের চাচা দুদু মিয়ার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে এক লাখ টাকা দাবি করে। সেলিম দাবিকৃত টাকা না পেয়ে পৈশাচিকভাবে জাবরুলকে খুন করে। গত ২ মার্চ সে জাবরুলকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং ওই রাতেই দাবিকৃত টাকা না পেয়ে শিশুটিকে খুন করে। স্থানীয় জনতা অপহরণকারী খুনি সেলিমকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। এই পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার হবিবপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামে।

**টঙ্গী :** মঙ্গলবার রাতে টঙ্গীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে তমিজউদ্দিন তমু মিয়া (৩৫) নামে জনৈক আচার ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। পূর্ব আরিচপুরের চান মিয়ার বাড়িতে রাত ৮টার দিকে একদল সন্ত্রাসী এসে চান মিয়ার ছেলেদের খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা অকথ্য গালিগালাজ করতে থাকলে তমু মিয়া ছাদ থেকে ঘটনা জানতে চেষ্টা করেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তমুকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

**বরিশাল :** জেলার বাবুগঞ্জের দক্ষিণ রাকুদিয়া গ্রামের মালেক চৌকিদারের ছেলে খোকন (৩৫) সোমবার সন্ধ্যায় কালীবাজারে বসে ছিল। ওই সময় ১৮/২০ জনের একটি সর্বহারার দল ট্রলারযোগে এসে খোকনকে ঘিরে ফেলে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে। এ সময় খোকনের একহাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে বাঁচার আশায় দৌড়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরাও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে খোকনকে তুলে আনে। পরে তারা তাকে আবার কুপিয়ে দু'পা ও অপর হাতটিও কেটে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। বাজারে সর্বহারারা অসংখ্য গুলি ছুড়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে নির্বিঘ্নে এলাকা ত্যাগ করে। খোকনের আত্মীয়স্বজন তাকে উদ্ধার করে রাতেই বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। পরদিন গভীর রাতে খোকন মারা যায়। খোকনের পরিবার জানায়, দক্ষিণ রাকুদিয়া গ্রামের মোশারেফ মেম্বার ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। সে সর্বহারা জিয়া গ্রুপের নেতা। শাজাহান হত্যা মামলার আসামি মোশারেফ মেম্বার তিনদিন আগে জামিনে মুক্তি পায় বলে জানায় পুলিশ। শাজাহান ঈদের কয়েকদিন আগে খুন হয়। এ হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে খোকন এবং মোশারেফ মেম্বারের মধ্যে বিরোধ শুরু হয় বলে জানায় এলাকাবাসী। তারা আরও জানায়, খোকন সর্বহারা কামরুল গ্রুপের লোক। সে একটি ধর্ষণ মামলার আসামি। অপরদিকে নগরীর গণপাড়ায় শাহ আলম দা দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে তার স্ত্রীকে। মঙ্গলবার রাতে এই হত্যার ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বগড়ার পর রাত সাড়ে ১১টার দিকে শাহ আলম স্ত্রীকে কোপাতে শুরু করে। মুখমণ্ডলসহ শরীরে অসংখ্য কোপের আঘাতে ঘটনাস্থলেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই শাহ আলম পালিয়ে যায়। বাড়িওয়ালা নিতাই খানায় মামলা করেছেন।

**যশোর :** সদর উপজেলার ঘোপ রসুলকাটি গ্রামে বেলায়েত আলী (৫০) নামে এক ব্যক্তি খুন হয়েছেন। গতকাল গ্রামের একটি লিচু বাগান থেকে বুলন্ত অবস্থায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করেছে। আগের রাতে প্রতিবেশী বাচ্চু ও মান্নান তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

**কুমিল্লা :** জেলায় সন্ত্রাসীরা জাকির হোসেন (৩৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। অপরদিকে ওই সন্ত্রাসীরা অপহরণের সময় ব্যবসায়ী জাকিরের ফেলে দেয়া টাকা উদ্ধারের জন্য শহরতলির অভিজাত নূরজাহান হোটেলের নিরাপত্তা প্রহরী আবদুর রহিমকে অপহরণ করে। অপহরণের দু'দিন পর পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত তিন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে রহস্যজনক কারণে একজনকে ৫৪ ধারায় কোর্টে চালান দিয়েছে।

পুলিশ জানায়, চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সাতবাড়িয়া গ্রামের তাজুল ইসলামের ছেলে পান ব্যবসায়ী জাকির হোসেনের লাশ কুমিল্লা কোতোয়ালি থানা পুলিশ সোমবার বিকালে শহরতলি থেকে উদ্ধার করে। তার চোখে-মুখে আঘাত করে অণ্ডকোষ টিপে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ জানায়।

নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, জাকির হোসেন পান কিনতে ঝিনাইদহ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেশকিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারি বাড়ি থেকে বের হন। ওইদিন গভীর রাতে ঢাকা-

চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার বিশ্বরোড এলাকায় হোটেল নূরজাহানের সামনে বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় একদল সন্ত্রাসী তাকে একটি অটোরিকশায় তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

**গোয়ালন্দ :** মঙ্গলবার রাত ৩টার দিকে গোয়ালন্দ ও রাজবাড়ী সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী পাচুরিয়া ইউপির কাটাখালির কাটাডানি এলাকার গরু ব্যবসায়ী কালাম বেপারীর (৪০) বাড়িতে ১০/১৫ জনের একদল ডাকাত ঘরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে। ওইদিনের গরু বিক্রির ৫৫ হাজার টাকা ডাকাত দল দাবি করলে কালাম বেপারী দিতে অস্বীকৃতি জানালে ডাকাত দল ধারালো অস্ত্র দিয়ে কালাম ও তার স্ত্রী কুলসুমা খাতুনকে (৩৫) কুপিয়ে গুরুতর জখম করে এবং বাস্কে রক্ষিত ৫৫ হাজার টাকা নিয়ে যায়। এ সময় কালাম বেপারী বেসামাল হয়ে ঘরের উঠানে রাখা ইটের টিবি থেকে একটি ইট ছুড়ে মারলে ডাকাত দলের সদস্য সেকেনের (৩৫) মাথায় লেগে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাদের আতঙ্কিতকারে অন্যান্য ডাকাত পালিয়ে গেলেও স্থানীয় জনগণ আহত ডাকাত সেকেনকে গণপিটুটি দিয়ে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলে। নিহত ডাকাত পার্শ্ববর্তী এলাকার বড়াট সাভার তমিজদ্দিনের ছেলে। বর্তমানে আহত কালাম ও তার স্ত্রী রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

**নবাবগঞ্জ (ঢাকা) :** ঢাকার দোহার উপজেলার মধুরচর গ্রাম থেকে পুলিশ ২৬ বছরের অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানায়, গত ২ মার্চ রাতে কে বা কারা অজ্ঞাত যুবককে জবাই করে লাশটি মধুরচর নামক স্থানে রেখে যায়। বুধবার সকালে স্থানীয় জনতা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে অবহিত করে।

**বাগেরহাট :** জেলার ফকিরহাট উপজেলা সদরের সাতশৈয়া গ্রামের মৃত খান এমদাদ আলীর পুত্র উপজেলা যুবলীগের সদস্য খান রুহুল আমীন (৩২) তার নিজের ডিপার্টমেন্টাল দোকান বন্ধ করে রাত ১০টার দিকে স্থানীয় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে ৫/৬ জনের একদল সন্ত্রাসী রুহুল আমীনকে লক্ষ্য করে একটি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার আঘাত লাগে তার মাথার পেছনে। পেছন থেকে তার মাথার খুলি উড়ে যায়। ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। বোমা বিস্ফোরণের সময় পাশে থাকা রুহুলের চাচাতো ভাই স্থানীয় যুবদল নেতা খান শওকত আলী (২৮), স্থানীয় আঃ রশিদের পুত্র আঃ মান্নান (২৮) ও সোহরাব হোসেনের পুত্র সুমন (২৭) নামের ৩ যুবক বোমার স্পিল্টারে আহত হয়। আহতদের উদ্ধার করে ফকিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় গতকাল বিকাল পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

**ধামরাই :** উপজেলার শরীফবাগ এলাকার এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলী আক্কাছের (৫০) ক্ষতবিক্ষত লাশ মঙ্গলবার কেলিয়া নামক বিল থেকে উদ্ধারের পর ময়না তদন্ত ছাড়াই দাফন করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পারিবারিক সূত্র ও এলাকাবাসী জানায়, আলী ব্যবসায়িক কাজে ৫ লাখ টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে ২০/২৫ জন পাওনাদার তার বাড়িতে এসে মঙ্গলবার সকালে টাকার জন্য চাপ দেয় এবং ভীষণ গালিগালাজ করলে একপর্যায়ে আলী আক্কাছ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। আলী আক্কাছ সারাদিন বাড়িতে না ফিরলে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে সন্ধ্যার দিকে এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পেরে কেলিয়া বিল থেকে আলী আক্কাছের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করে। তবে তাকে কারা খুন করেছে তা কেউ জানে না। এদিকে আগজোঠাইল গ্রামের তমছের আলীর ছেলে বাবুল (৩২) রহস্যজনক কারণে মঙ্গলবার সকালে বিষপানে আত্মহত্যা করে।

## পুলিশ-খুসিক কর্মচারী সংঘর্ষ : আহত অর্ধশত

**খুলনা ব্যুরো**

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের (কেসিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে গতকাল বুধবার পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষে



পুলিশসহ অর্ধশত আহত হয়েছে। খুলনা থানার সামনে পুলিশ কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেধড়ক লাঠিচার্জ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে। শ্রমিক-কর্মচারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ঘণ্টাব্যাপী এই সংঘর্ষ চলাকালে খুলনা থানা ও আশপাশ এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

কেসিসি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানের ওপর গ্রেনেড হামলার প্রতিবাদে বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকরা পাওয়ার হাউস মোড়ের এক ভবন থেকে মানববন্ধন কর্মসূচিতে যোগ দেয়ার জন্য নগর ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা খুলনা থানার সামনে পৌছলে একটি রিকশা সরানোকে কেন্দ্র করে তাদের সঙ্গে ট্রাফিক কনস্টেবল কামাল হোসেনের বাকবিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। তিনি থানায় বিষয়টি জানালে থানা থেকে পুলিশ সেখানে গিয়ে শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। খবর পেয়ে ৪০ জন রিজার্ভ পুলিশ থানা পুলিশের সঙ্গে লাঠিচার্জে যোগ দেয়। কেসিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। মুহূর্তের মধ্যে কেডি ঘোষ রোড এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ হাদিস পার্ক ও কেসিসি'র বাউন্ডারির ভেতরে অবস্থান নেয়া শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তিন রাউন্ড শটগানের গুলি ছোড়ে।

সংঘর্ষে ২০ জন পুলিশ ও কেসিসি'র প্রায় ৩৫/৩৬ জন শ্রমিক-কর্মচারী আহত হন। আহতদের মধ্যে কেসিসি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শেখ আবদুল আহাদ, এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি শাহজাহান হাওলাদার, যুগ্ম সম্পাদক খান হাবিবুর রহমান, মাসুদ, পাচুরাম দাস, আবুল কালাম, মুজাম হোসেন, শরিফুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুল মান্নান, অসিত কান্তি ঘোষ, ইব্রাহিম, মান্নান শেখ, আলমগীর হোসেন, আবদুর রহমান, শামীম আকবার ও সোহরাব হোসেনকে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কেসিসি'র কর্মচারী মাসুদ, ইদ্রিস ও ওজিউল্লাহকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া আহত কেসিসি'র কর্মচারী সাইফুর রহমান, ওয়াহিদুজ্জামান কবির, অমিত কান্তি, আবদুল বারী, আবদুল লতিফ, শহিদুল, নান্না, আতাহারসহ আরও কয়েকজন শ্রমিক-কর্মচারী প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ সোবহান সরদার, ওজিউল্লাহ খান, ইউসুফ মোড়ল, গোলাম মোস্তফা ও মাসুদ রানা নামে পাঁচজন শ্রমিক-কর্মচারীকে ধরে থানায় নিয়ে যায়। তাদের থানায় নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। পরে দুপুরে থানা থেকে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মোশাররফ হোসেন জানান, সকাল পৌনে ১০টা থেকে পৌনে ১১টা পর্যন্ত লাঠিচার্জ ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। কেসিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীদের নিক্ষিপ্ত ইটে আহত খুলনা থানার এসআই তৌহিদ, এসআই ফারুক, এসআই কৌশিক, কনস্টেবল আশরাফ, আবু সামা, বেলাল ও কামাল হোসেনকে পুলিশ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়া তিনিসহ ১৩ জন পুলিশ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছে।

কেএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার শেখ মোঃ সাজ্জাত আলী ও ডেপুটি কমিশনার তমিজ উদ্দিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কেসিসি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান বেলা ১২টায় আহতদের দেখতে খুলনা জেনারেল হাসপাতালে যান।

বেলা সোয়া ১২টা থেকে সোয়া ১টা পর্যন্ত কেসিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীরা নগর ভবনের সামনে কেডি ঘোষ রোড অবরোধ করে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোল্যা মারুফ রশিদ, আবুল কালাম, মশিউর রহমান খান টিটু, সাইদ প্রমুখ।

#### সাংবাদিক সম্মেলন

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক ও ওয়ার্ড কমিশনাররা অভিযোগ করে বলেছেন, পুলিশ তাদের আন্দোলন শুরু করার অগুণ্ড পায়তারা শুরু করেছে। পুলিশের এই হামলার ঘটনা পরিকল্পিত। তারা সিটি মেয়রের ওপর গ্রেনেড হামলাকে

ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এই বর্বরোচিত হামলা চালায়। পুলিশের দায়িত্বে অবহেলা ও উদাসীনতার কারণেই খুলনাবাসী আজ আতঙ্কিত, খুলনা খুলনার নগরীতে পরিণত হয়েছে। গতকাল বিকালে খুলনা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কেসিসি কমিশনার কল্যাণ সমিতির সভাপতি শেখ হাফিজুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অফিসার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মশিউজ্জামান খান, কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোঃ দারাহিকো ও এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

#### মানববন্ধন

কেসিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীরা বেলা দেড়টায় নগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করেন। মানববন্ধন চলাকালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী প্রকৌশলী মশিউজ্জামান খান, জনসংযোগ কর্মকর্তা সরদার আবু তাহের, চিফ লাইসেন্স অফিসার মোল্যা মারুফ রশিদ প্রমুখ।

#### মুখে কালো কাপড় বেঁধে মিছিল

কেসিসি'র ওয়ার্ড কমিশনাররা গতকাল দুপুরে মুখে কালো কাপড় বেঁধে নগরীতে মিছিল বের করেন। পরে তারা সিটি মেয়রের ওপর গ্রেনেড হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে জেলা প্রশাসক ও কেএমপি কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

এছাড়া ওয়ার্ড কমিশনাররা আজ নগরীর সব ওয়ার্ড অফিসে কার্যক্রম বন্ধের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কেসিসি মেয়রের গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এ ঘটনায় এর আগে গ্রেফতারকৃত ছয়জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেনেড হামলার মোটিভ পুলিশ এখনও জানতে পারেনি।

## ইনকিলাবসহ মাওলানা মান্নানের চার প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংকের ৬৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপি

#### চট্টগ্রাম ব্যুরো

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ফের চাঁদাবাজির ঘটনায় ইনকিলাবের মালিক মাওলানা মান্নানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই চাঁদাবাজির তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তার ইতিপূর্বকার চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত এবং বিচার দাবি করেছেন।

আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক জেলা পিপি এবং চট্টগ্রামের বিশিষ্ট আইনজীবী কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, মাওলানা মান্নান একজন ভণ্ড এবং প্রতারক। সে সারাজীবনই সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার ধান্দায় লিপ্ত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে যেমন তার বিতর্কিত ভূমিকা ছিল, তেমনই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও ইনকিলাবকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে নানা ফায়দা লুটেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ফের চাঁদাবাজি শুরু করেছে মাওলানা মান্নান— এমন খবর প্রসঙ্গে অ্যাডভোকেট কামাল আহমেদ বলেন, মাওলানা মান্নানের বিরুদ্ধে এখনই সবাইকে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল বলেছেন, সরকারি অনুমোদন পাওয়ার আগে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের নামে চাঁদা আদায় করা কোনক্রমেই সঠিক নয়।

আল্লামা তৈয়বিয়া সোসাইটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম সেলিম খান চাঁটগায়ী মাওলানা মান্নানের চাঁদাবাজির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাতিলপন্থী তথা ইসলামের মূলধারা সূন্নীয়ত বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত মাওলানা মান্নানের অপকর্ম ও চাঁদাবাজি বন্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

**চাঁদপুর প্রতিনিধি :** চাঁদপুরে জমিয়াতুল মোদাররেহিনের সমাবেশে গাউসুল আজম মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নামে মাওলানা মান্নান কর্তৃক নতুন করে চাঁদাবাজির অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে চাঁদপুরের বিভিন্ন মহল ও সংগঠন। মাদ্রাসা নির্মাণে ইনকিলাবের বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা আদায়ের নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, ইনকিলাবকে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে একটি গোষ্ঠীর মুখপত্র হিসেবে ব্যবহারসহ ইনকিলাব ও এর মালিক মাওলানা মান্নানের ভূমিকা নিয়ে চাঁদপুরে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এসব সংগঠনের নেতাকর্মীরা মাওলানা মান্নানের বিতর্কিত ভূমিকার জন্য তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, ইসলাম রক্ষার নামে ইসলামের ছদ্মাবরণে এই মাওলানা সারাজীবনই আখের ঘোছানোয় ব্যস্ত রয়েছে। বিবৃতি প্রদান করেছেন গণফোরাম চাঁদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সেলিম আকবর, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর চাঁদপুর জেলা শাখার সভাপতি অ্যাডভোকেট বিনয় ভূষণ মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম চপল, চাঁদপুর সদর উপজেলার উদীচীর যুগ্ম আহ্বায়ক চন্দ্রনাথ ঘোষ চন্দন ও আবদুস সামাদ টুনু, সিপিবি'র সভাপতি কমরেড নিরোধ বরণ অধিকারী ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড চন্দ্রশেখর মজুমদার, বাসদের সমন্বয়ক কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের আহ্বায়ক সাহজাহান তালুকদার, ঐক্য প্রচেষ্টার আহ্বায়ক আবুল বাশার দুলাল। এছাড়া আরও সংগঠনের

পক্ষ থেকে নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি প্রদান অব্যাহত রয়েছে।